* শহরের শ্রেণিবিভাগের ভিত্তি: (Hierachy of Urban Settlements)

কার্যের প্রেক্ষিতে শহরের শ্রেণিবিভাগ

1) J.M Howston -এর শ্রেণিবিভাগ:-

J M Houston তাঁর রচিত "A social Geography on Europe" গ্রন্থে শহরের শ্রেণিবিভাগ করতে গিয়ে শহরকে তিনটি পর্যায়ে ভাগ করেছেন,

(i) The Nuclear Stage:- কোনো শহর গঠনের প্রাথমিক পর্যায়কে 'Nuclear Stage' বলে বর্ণনা করা হয়েছে, শহরের একটি নির্দিষ্ট কেন্দ্র থাকবে এবং তার চারপাশে সীমানা প্রাচীর দিয়ে ঘেরা হবে,

(ii) The Formative Stage:— ইংল্যান্ডে শিল্প বিপ্লবের পর এই ধরনের শহরের উৎপত্তি হয়। ব্যবসা-বাণিজ্য এবং পরিবহন ব্যবস্থার পরিবর্তন ঘটেছিল। কেন্দ্র অঞ্চলের পিছনে অনেক অট্টালিকা তৈরি হয়েছে, কলকারখানা গড়ে উঠেছে এবং যোগাযোগ ব্যবস্থায় আমূল পরিবর্তন সাধিত হয়েছে।

(iii) The modern Stage:— শহর অতীতের উন্নতির পর্যায়ে দ্রুত আরও উন্নত পর্যায় চলতে থাকে। প্রায় সমস্ত ধরনের কার্যকলাপ গড়ে ওঠে, শহরের কেন্দ্র এবং বাইরের সীমানা অঞ্চলের সঙ্গে মোটর যানবাহন ভালোভাবে যোগাযোগ ব্যবস্থা গড়ে ওঠে।

G Taylor এর শ্রেণিবিভাগ:— বয়সের উপর ভিত্তি করে Griffith Taylor শহরের শ্রেণি বিভাগ নিম্নোক্ত উপায়ে করেছেন।

(i) The Infantile Stage:— শহরের গঠনের একেবারে প্রাথমিক পর্যায় হল 'Infantile Stage' এই পর্যায়ে শহরের মধ্যে বসতি অঞ্চল এবং বাণিজ্যিক অঞ্চলের সুনির্দিষ্ট সীমানা গড়ে ওঠে না, এমনকি ধনী ও দরিদ্রের মানুষের বসবাসের নির্দিষ্ট এলাকা চিহ্নিত হয় না। বসতি বাড়িগুলি যেখানে সেখানে নির্দিষ্ট কোনো পদ্ধতি না মেনে গড়ে ওঠে। ম্যাকেঞ্জি নদীর তীরে গড়ে ওঠা প্রাচীন Oklavik এবং Fort Smith শহর দুটিতে এই পর্যায়ের বৈশিষ্ট্য দেখা যায়।

(ii) The Juvenile Stage:— এই পর্যায়ের শহরের ক্ষেত্রে বিভিন্ন ধরনের দোকান গড়ে ওঠে এবং বাণিজ্যিক ক্রিয়াকলাপের চলতে থাকে, প্রান্তে শহরের সীমান্ত

ও লাভজনক বসতগৃহ গড়ে ওঠে। কলকাতার মতো শহরের কেন্দ্র এবং সীমান্ত অঞ্চলের মধ্যভাগে গড়ে ওঠে। 1842 খ্রিস্টাব্দে কানাডার টরোন্টো শহরের গঠনকে এই পর্যায়ের অন্তর্ভুক্ত করা যায়।

(iii) **The Maturity Stage:—** 1885 খ্রিস্টাব্দে টরোন্টো শহরের গঠন পর্যায়কে এর অন্তর্গত করা যায়। শহরের বাইরের সীমান্ত অঞ্চলে বসতগৃহের এলাকা তৈরি হয়। ধনী ও দরিদ্র ব্যক্তিদের বসত এলাকা পরস্পর থেকে দূরে অবস্থান করে। রেলপথের ধারে ধারে এবং প্রধান অঞ্চলের নিকটবর্তী এলাকায় বাণিজ্যিক কার্যকলাপ চলে এবং শিল্পাঞ্চল গড়ে ওঠে।

(iv) **The Senility Stage:—** কোনো শহরের গঠন পর্যায় সম্পূর্ণ হলে ওই শহরের বিকাশ প্রায় বন্ধ হয়ে যায়, এই অবস্থাকে Taylor "The Senility Stage" বলেছেন, শহরের বিভিন্ন অঞ্চল ভগ্নদশা প্রাপ্ত হয় এবং অর্থনৈতিক কার্যকলাপে মন্দা দেখা যায়, কিছু শহর যেমন— Lancashire, Yorkshire and Durham এই পর্যায়ে পৌঁছেছে। তবে বর্তমানে ওই শহরগুলির পুনর্গঠন আবার শুরু হয়েছে।

সভ্যতার বিকাশের উপর ভিত্তি করে শহরের শ্রেণিবিভাগ

লুইস মামফোর্ড-এর শ্রেণিবিভাগ: সমাজবিজ্ঞানী লুইস মামফোর্ড প্যাট্রিক গেডেস্ এর দ্বারা প্রভাবিত হয়ে শহরের শ্রেণিবিভাগ উল্লেখ করেছেন।

(a) শহরের সামাজিক পরিবর্তন, প্রযুক্তির ব্যবহার, মানব সভ্যতার উন্নয়ন এর উপর ভিত্তি করে শ্রেণিবিভাগ এবং

(b) কোনো শহরের উত্থান পতনের উপর ভিত্তি করে শ্রেণিবিভাগ।

শহরের প্রযুক্তিগত পরিবর্তনের প্রেক্ষিতে শ্রেণিবিভাগ

লুইস মামফোর্ড শহরের প্রযুক্তিগত পরিবর্তনের উপর ভিত্তি করে শহরকে নিম্নলিখিত শ্রেণিতে ভাগ করেছেন।

(i) Eotechnic, (ii) Palaeotechnic,
(iii) Neotechnic, (iv) Biotechnic

(i) Eotechnic :- শহর উন্নয়নের এই পর্যায়ের বৈশিষ্ট্য হল এই যে, বিভিন্ন পুনর্নবীকরণযোগ্য শক্তির (সৌর, বায়ু, জল শক্তির) ব্যবহার আদিম প্রযুক্তিবিদ্যার প্রয়োগ এবং অল্পমাত্র পরিবহন ব্যবস্থার মাধ্যমে যোগাযোগ পরিলক্ষিত হয়।

(ii) Palaeotechnic :- শহর বিকাশের এই পর্যায়ে শক্তির উৎস হিসেবে কয়লার বিকাশ শুরু হয়। লৌহ ইস্পাত শিল্পের বিকাশও এই পর্যায়ে ঘটেছিল। শহরের বসতির প্রকৃতি ছিল ঘনসন্নিবিষ্ট ধরনের (Compact type), পরিবহন ব্যবস্থা প্রাচীন ধরনের ছিল কিন্তু পরিবহন ব্যয় ছিল বেশ বেশি।

(iii) Neotechnic :- শহর উন্নয়নের এই পর্যায়ে বিদ্যুৎ এবং শক্তি উৎপাদনে প্রযুক্তির প্রভাব লক্ষ্য করা যায়।

(iv) Biotechnic :- শহরের বিকাশের এটি সর্বোচ্চ এবং সর্বাধুনিক পর্যায়, নগরায়ণ এবং চেতনার বিকাশে জীববিজ্ঞানের প্রভাব খুব বেশি করে পড়েছিল। চিকিৎসার ক্ষেত্রে কীভাবে বিভিন্ন ব্যাকটেরিয়াকে প্রয়োগ করা যায় এবং মানুষের মানসিক চাহিদা বোঝার জন্য মনোবিজ্ঞানী [illegible] গবেষণা শুরু হয়েছিল।

নেলসনের শ্রেণিবিভাগ (Classification of Nelson)

1950 খ্রি: H.J. Nelson মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বিভিন্ন নগরের ওপর গবেষণা করেন এবং বিভিন্ন পরিসংখ্যা সংগ্রহ ও বিশ্লেষণ করে তিনি 10 প্রকার শহরের শ্রে উল্লেখ করেন,

নেলসন শহরের শ্রেণিবিভাগের ক্ষেত্রে কিছু পরিসংখ্যা সংগ্রহ করে সেগুলির বিশ্লেষণের মাধ্যমে গাণিতিক গড় (Arithmatic Mean), সমক্ষবিচ্যুতি (Standard Deviation), Coefficient of variation প্রভৃতি মান নির্ণয় করেন এবং সেই মান থেকে নগরগুলিকে যেমন বিভিন্ন শ্রেণিতে বিভক্ত করেন, তেমনি নগরে কী ধরনের কাজ বিকেন্দ্রীভূত হয়েছে তার উল্লেখ করেন,

নেলসনের মতে প্রধান প্রধান শহরগুলি হল-

(i) **খনি শহর (Mining Town)**:- মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রায় 46 টি নগর এই ধরনের খনি কাজেরে নিযুক্ত আছে। এই ধরনের কাজে বহু শ্রমিক প্রয়োজন বলে গড়ে শ্রমিকের পরিমাণ বর্ধিত হয়।

(ii) **শিল্প শহর (Industrial Town)**:- মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের এই ধরনের নগরের সংখ্যা অনেক বেশি, ইস্পাত, ইঞ্জিনিয়ারিং ও অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ শিল্প কর্মের প্রাধান্য এই শ্রেণীয় শহরে দেখা যায়,

(iii) **পরিবহন ও যোগাযোগ শহর (Transport and Communication Town)**

পরিবহন ও যোগাযোগ ব্যবস্থা অত্যন্ত উন্নত হলে শিল্পকর্মের সঙ্গে এর প্রত্যক্ষ সম্পর্ক গড়ে ওঠে, কোনো শিল্পকেন্দ্র যত বেশি সুগম্য হবে, সেখানে শিল্পের পরিমাণ সঙ্গে সঙ্গে পরিবহন ও যোগাযোগের

বৃদ্ধি ঘটে

(iv) পাইকারী ব্যবসাকেন্দ্রিক শহর (Wholesale trade town)

বিভিন্ন পণ্য দ্রব্যের পাইকারী ব্যবসার ওপর নির্ভর করে এই সব শহর গড়ে ওঠে, ফ্লোরিডা, ক্যালিফোর্নিয়া প্রভৃতি এই ধরনের শহর।

(v) খুচরো ব্যবসাকেন্দ্রিক শহর :- কিছু শহর আছে যেখানে খুচরো ব্যবসাকে কেন্দ্র করে ছোটো ছোটো শহর বা নগর গড়ে ওঠে।

(vi) আর্থিক কেন্দ্রভিত্তিক শহর (Financial Estate):-

অর্থ, বিমা প্রভৃতি কাজের সঙ্গে যুক্ত এবং গৃহনির্মাণ ও ভূসম্পত্তি প্রভৃতি কাজের সঙ্গে যুক্ত ব্যক্তিগণ বসবাস করেন এর মাধ্যমে ছোটো ছোটো নগরের পত্তন ঘটে।

(vii) ব্যক্তিগত কর্মভিত্তিক শহর (Personal service centre)

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ব্যক্তিগণ নানা ধরনের কর্মে নিযুক্ত আছেন। ব্যক্তিগত পরিষেবায় নিযুক্ত শ্রমিকের সংখ্যা অত্যন্ত বেশি ক্যালিফোর্নিয়াতে।

(viii) বৃত্তিমূলক শহর (Professional Management)

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রায় 11 টি শহরে বৃত্তিমূলক কর্ম খুবই প্রাধান্য পেয়েছে।

(ix) সরকারি প্রশাসন ভিত্তিক শহর (Government Administrative town)

সরকারি প্রশাসনিক কাজের ওপর ভিত্তি করে কয়েকটি নগর গড়ে উঠেছে। যেমন- কলকাতার কাছেই গড়ে উঠেছে বিধাননগর ও রাজারহাট শহর।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের অঙ্গরাজ্যের রাজধানী নিয়ে সরকারী কেন্দ্রে হিসেবে করা হয়।

Scanned by TapScanner

জনসংখ্যার ভিত্তিতে শহরের শ্রেণিবিভাগ (Classification of town on the basis of size) :—

জনসংখ্যার ভিত্তিতে শহরের শ্রেণিবিভাগ করতে গিয়ে অনেকে শহরকে 4 টি ভাগে বিভক্ত করেছেন, এক্ষেত্রে কোনো শহর বসতিতে মোট জনসংখ্যা এবং জনঘনত্বকে প্রাধান্য দেওয়া হয়। মোট জনসংখ্যা এবং জনঘনত্বের ভিত্তিতে ছোট শহর, মাঝারি শহর, নগর, মহানগর — এই চারটিতে ভাগ করা যায়,

(i) ছোটো শহর ; যেসব শহরের জনসংখ্যা 50000 এর কম

(ii) মাঝারি শহর ; যেসব শহরের জনসংখ্যা 50000 – 99999 জনে

(iii) নগর ;— যেসব শহরের জনসংখ্যা 100000 জনে,

(iv) মহানগর ;— যেসব শহরের জনসংখ্যা 10,0000 এর,

ভারতীয় শহরের আদমসুমারি ভিত্তিক শ্রেণিবিভাগ :— (Classification of Indian Cities by Census Organisation)

1981 খ্রি: আদমসুমারির অনুসারে শহর হল এমন একটি বসতি যার জনসংখ্যা 5000 জনে হবে, যেখানে প্রতিবর্গ কিমিতে 400 জন লোক বসবাস করে এবং সেখানকার মোট জনসংখ্যার 75% কৃষি ছাড়া অন্য কোনো অর্থনৈতিক ক্রিয়াকলাপ নিজেদের আয়োজিতে করবে,

2001 খ্রিস্টাব্দের আদমসুমারি অনুসারে ভারতের মোট জনসংখ্যার প্রায় 28% মানুষ শহরবাসী। প্রায় 28.54 কোটি মানুষ শহরে বসবাস করেন,

মহানগর: ভারতে 10 লক্ষেরও অধিক জনসংখ্যা বিশিষ্ট শহরগুলিকে মহানগর বলা হয়। 2001 খ্রি: আদমসুমারি অনুসারে ভারতে 35 টি মহানগর আছে। যেমন — মুম্বাই, কলকাতা, দিল্লি।